ভোরের কাগজ

তারিখ DEC. 06 1999
পৃষ্ঠা ২৮ কলাম ৪

31

সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অচিরেই মেডিকেল ফ্যাকাল্টি খোলা হবে

সঞ্জয় চাকী, কুষ্টিয়া থেকে : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তার সরকার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মেডিকেল ফ্যাকাল্টি খোলার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং অচিরেই তা প্রতিষ্ঠা করা হবে। প্রধানমন্ত্রী গতকাল রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দেন।

গতকাল বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সমাবর্তনে ১৯৯১ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিপ্রাপ্ত ৫০০ জন ছাত্র-ছাত্রী ও ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত তিনজন এম.ফিল ও ৫ জন পিএইচডি ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষককে সনদপত্র দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর শেখ হাসিনা ডিগ্রিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকদের সনদপত্র এবং মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের স্বর্ণপদক প্রদান করেন। তিনি চ্যান্সেলরের সমাবর্তন শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন।

পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে সমাবর্তন অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রী সমাবর্তন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধন ঘোষণার পর প্রধানমন্ত্রীকে ক্রেস্ট প্রদান করেন উপাচার্য প্রফেসর মুহাম্মদ কায়েস উদ্দিন। তিনি শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক ও সমাবর্তন বক্তা বরেণ্য শিক্ষাবিদ প্রফেসর আনিসুজ্জামানকেও ক্রেস্ট প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী ভাষণে বলেন, তাঁর সরকার দেশে একটি আধুনিক, বিজ্ঞানমনস্ক, প্রযুক্তি সমৃদ্ধ ও সময়োপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের পদক্ষেপ নিয়েছে এবং এ সকল নীতিমালার ভিত্তিতে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন চূড়ান্ত করেছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যেই তাঁর সরকার শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন, উচ্চ শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে দেশের বৃহত্তম ১২টি জেলায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কার্যক্রম ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। তিনি একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ছাত্র-ছাত্রীদের সঠিকভাবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষকসহ সকল মহলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি সনদপ্রাপ্ত গ্র্যাজুয়েটদের উদ্দেশ্যে বলেন, জাতির জনক বলতেন 'সোনার দেশ' গড়তে হলে 'সোনার মানুষ' চাই। জাতির জনককে হত্যার পরবর্তী দীর্ঘ একুশ বছর পাড়ি দিয়ে আমরা নতুন করে দেশ গড়ছি।

প্রধানমন্ত্রী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লালন শাহ' নামে একটি আবাসিক হল ও 'মীর মশাররফ হোসেন একাডেমিক ভবন' নামে একটি ভবন নির্মাণ করা হবে বলে ঘোষণা দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন সমস্যা, আবাসিক সমস্যা, লাইব্রেরি, গবেষণা ও নতুন নতুন বিভাগ খোলার সমস্যাসহ তিনি সকল সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক, উপাচার্য প্রফেসর মুহাম্মদ কায়েস উদ্দিন ও সমাবর্তন বক্তা প্রফেসর আনিসুজ্জামান বক্তৃতা করেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী ক্যাম্পাসে নবনির্মিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল' ও 'বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল' উদ্বোধন এবং ক্যাম্পাসে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে বিকালে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গতকাল রোববার কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মেধাবী গ্রাজুয়েটদের মাঝে গোল্ড মেডেল বিতরণ করেন —পিআইডি